বাংলার বাণী
রোববার ২২ ফাল্গুন ১৪০৬ ৫ মার্চ ২০০০

আমলাতান্ত্রিক বেড়াজাল ছিন্ন করে বেসরকারী খাতে প্রথম মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড এইমস-এর আজ থেকে চাঁদা গ্রহণ শুরু

॥ বাংলার বাণী রিপোর্ট ॥

আজ ৫ মার্চ থেকে এইমস ফার্স্ট গ্যারান্টিড মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডের চাঁদা গ্রহণ শুরু হচ্ছে। দীর্ঘ ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে এর গঠন, প্রকৃতি, বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও আইনগত দিকগুলো পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করার পর এইমস অফ বাংলাদেশ বেসরকারী খাতে দেশের প্রথম মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডটি বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৭ সালেই এ সংক্রান্ত আইন পাস হলেও এ ধরনের উদ্যোগ নিতে কেউই এগিয়ে আসেনি। উপরন্তু আইনের নতুনত্ব, সম্ভাব্য জটিলতা সম্পর্কে ভীতি ও অব্যাহত পড়তি পুঁজি বাজার এই খাতে পেশাদার উদ্যোক্তাকে নিরুৎসাহিত করেছে।

এইমস অফ বাংলাদেশ প্রথম থেকেই পুঁজিবাজারকে গতিশীল করার জন্য ব্যক্তিখাতে একটি মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিল। কারণ একটি মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডই বাজারে বড় ধরনের টাটকা পুঁজি এনে বিনিয়োগে অনুকূল প্রভাব ফেলতে পারে। পুঁজি বাজারের সার্বিক ও কোম্পানীগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পর্যাপ্ত অর্থ গবেষণায় ব্যয় করা মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডের পক্ষেই সম্ভব। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝেশুনে বিনিয়োগ করতে পারে এবং মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডই পুঁজি বাজারে শেয়ার যোগান ও চাহিদা দু'টিই বৃদ্ধি করে একে গতিশীল করতে সাহায্য করে।

এসব বিষয়কে বিবেচনায় এনে ও পুঁজিবাজারের অব্যাহত পতন থেকে মুক্ত হওয়ার দাবি থেকেই এইমস অফ বাংলাদেশ ব্যক্তিখাতে প্রথম মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড ছাড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু এর যাত্রাপথ মোটেই সহজ ছিল না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে একে প্রাথমিক অবস্থাতেই পণ্ড হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল।

গত ২৯ আগস্ট অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর ফাণ্ডটি বাজারে ছাড়তে গিয়ে এইমস অফ বাংলাদেশ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অযথা সময়ক্ষেপণ এবং আইনের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা ইত্যাদি বাধার সম্মুখীন। এছাড়াও পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মর্জির অস্বচ্ছতা, দক্ষতার অভাব, প্রস্তুতিহীনতা এবং অযৌক্তিক সন্দেহ জটিলতাগুলোকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।

'৯৯-এর ১২ সেপ্টেম্বর ফাণ্ডের অনুমোদনের জন্য আবেদন করলে কমিশন অযথা সময়ক্ষেপণের পথ বেছে নেয়। মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড গঠন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী অর্থাৎ এইমসকে ট্রাস্ট চুক্তির বাইরে রেখে এর ভূমিকাকে গৌণ করার পরামর্শ দেয়া হয়। অথচ এই ফাণ্ডের স্পন্সররা এইমসকে চুক্তির একটি পক্ষ হিসেবে পেতে চেয়েছেন। কারণ ফাণ্ডটি ম্যানেজ করবে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী। প্রথমেই এরকম বাধার মুখোমুখি হলে গত ১৬ নভেম্বর ৯৯ এসইসি ট্রাস্ট চুক্তি অনুমোদন করে। ট্রাস্ট অ্যাক্ট ১৮৮২-এর আওতায় চুক্তি রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণে জটিলতা দেখা দিলেও আইন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় রেজিস্ট্রেশন ফির পুরোটাই মওকুফ করে ট্রাস্ট চুক্তি রেজিস্ট্রেশন করা হয়। এর ভিত্তিতে গত ২৭ জানুয়ারী এসইসি ফাণ্ডটিকে রেজিস্ট্রেশন দেয় এবং গত ২০ জানুয়ারী এইমস অফ বাংলাদেশ ফাণ্ডের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী হিসেবে অনুমোদন পায়। কিন্তু এসইসি আবার ফাণ্ডের প্রসপেক্টাস অনুমোদন নিয়ে গড়িমসি শুরু করে। লিগ্যাল অপিনিয়ন, গ্যারান্টি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এসইসি টালবাহানা শুরু করে। পরে এসইসির সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য বিনা ফি'তে গ্যারান্টি দিতে রাজি হলেও প্রসপেক্টাসে ফিন্যান্সিয়াল প্রজেকশান দেয়া নিয়েও এসইসি আপত্তি তোলে। অথচ উদ্যোক্তারা বিনিয়োগকারীদের কাছে জবাবদিহিতার তাগিদেই ফিন্যান্সিয়াল প্রজেকশানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এর পরও এসইসি শেষ মুহূর্তে স্পন্সরদের ওপর লকইনের শর্তে প্রসপেক্টাসের অনুমোদন দেবার কথা বললে উদ্যোক্তারা গোটা প্রচেষ্টাকেই পরিত্যাক্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। পরে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী এসইসি লকইনের শর্ত প্রত্যাহার করে প্রসপেক্টাসের অনুমোদন দেয়।